The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp.17 - 34)
Published in November 2024

দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী *

প্রতিপাদ্যসার: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোটা দা'ওয়াত বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করলে এমন কতিপয় দা'ওয়াতের পদ্ধতি বেরিয়ে এসেছে যা একজন দা'ঈর জন্যে দা'ওয়াতের ময়দানে মাইলফল হিসেবে কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দা'ওয়াতের ময়দানে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য এবং যে পদ্ধতিগত ধরণ ও প্রকৃতির অনুসরণ-অনুকরণ করে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করেছিলেন তা দলিলসহকারে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। যা একজন দা'ঈ নিজ দা'ওয়াতের ময়দানে এ গুলোর অনুসরণ করে দা'ওয়াত দিতে পারেন যার মাধ্যমে মানুষের চিত্তসন্তুষ্টিকরণে সহায়তা করবে। দা'ওয়াতের ময়দানে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমত' অবলম্বনের তাৎপর্য' ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা করাই অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হিকমত তথা বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও দা'ওয়াতী কলা-কৌশল অবলম্বন করা অতীব জরুরি। তবে হিকমত তথা বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও দা'ওয়াতী কলাকৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা দরকার। এক. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমতের অপরিহার্য বিষয়াবলিকে অনুসন্ধান করা। দুই. দা'ওয়াতী কর্মে হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে বের করে নিয়ে আসা। যাতে দা'ওয়াতের বেলায় অপরিহার্য বিষয়াবলির বাস্তবরূপ দেওয়া এবং হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে পরিহার করা সম্ভব হয়। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছয়টি উপাদান রয়েছে। যেমন, ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দা'ওয়াত পন্থা অবলম্বন করা। সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা। সহজতর পথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা। উপকরণসমূহ অবলম্বনসহ ক্রমধারা পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া। অত্র প্রবন্ধে হিকমতের অর্থগত ব্যবহার ও তাৎপর্য, হিকমতের পরিধি ও উপাদান এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক উপাদানের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং তাফ্সীরসমূহের আলোকে আলোচেনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হিকমত-এর আভিধানিক অর্থ

হিকমত (حِكْمَة) শব্দটি একবচন, বহুবচন-حِكْمَات হিকমাত, حِكَم হিকাম। অর্থ, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, পাকা কথা, তদবির, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা, সারগর্ভ উক্তি, তাৎপর্য, দর্শন, জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সত্য উপলব্ধি করার নাম হিকমত। অথবা হিকমত শব্দটি বাবে (كَرُمَ يَكْرُمُ) কারুমা-ইয়াক্রুমু-এর মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য (মুখতার ১ : ৫৪০)।

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফায়রূয আবাদী বলেন, হিকমাত যের যোগে হলে অর্থ, ন্যায়, জ্ঞান, ধৈর্য, নুবুওয়াত, কুরআন, ইনজিল (আল-ফায়রূয আবাদী ১ : ১০৯৫)।

হিকমত শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

এক. সঠিকতা ও দৃঢ়তা। যেহেতু কাজে-কর্মে সঠিকতার সাথে সুদৃঢ়তা অবলম্বনকারীকে হাকীম বলা হয়। যেমন শিল্পকলায় ভালো দক্ষতার পরিচয়ীর ক্ষেত্রেও হাকীম শব্দটি ব্যবহার করা হয় (ইবন মানজূর ১২ : ১৪০)। কুফবী বলেন, وضع الشَّيْء فِي مَوْضِعه، وَصَوَابُ الْأَمْرِ وَسَدَادِه হিকমত হলো, প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা এবং কাজের সঠিকতা ও দক্ষতা (আল-কুফুবী তাবি ৩৮২)।

দুই. হিকমত অর্থ, বারণ করা, নিষেধ করা। আরবরা বলেন, হাকামতু, 'আহকামতু, হাক্কামতু-অর্থ, আমি বারণ করেছি, প্রতিরোধ করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি। যার কারণে মানুষের মধ্যে ফয়সালাকারীকে হাকিম বলা হয়; যেহেতু সে জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখে (ইবন মানযূর ১২ : ১৪১)। বলা হয়, "হাকামাহু আনিল আমরি" অর্থ, তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, অতঃপর রায় দিয়ে তাকে উদ্দিষ্ট্য বিষয় হতে বারণ করা হয়েছে (আল-ফায়রূয আবাদী ১ : ১০৯৫)।

তিন. শিষ্টাচার সম্বলিত উপকারী বাক্য। ইবন দুরাইদ বলেন, "প্রত্যেক বাক্য যা তোমাকে উপদেশ দেয় বা ভর্ৎসনা করে অথবা তোমাকে সম্মানের দিকে আহ্বান করে কিংবা তোমাকে মন্দ থেকে বারণ করে তাই হলো হিকমত" (ইবন দুরাইদ ১ : ৫৬৪)।

চার. উত্তম জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তম বিষয়ের পরিচয় পাওয়া অথবা আমল করার নিমিত্তে সর্বোত্তম কল্যাণের পরিচয় জানা।

পাঁচ. জ্ঞান ও সঠিক বুঝের অনুধাবন শক্তি। বলা হয়, হিকমত হলো, الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ "মু'মিনের হারানো মূল্যবান সম্পদ" (আত-তিরমিযী ৫ : ২৬৮৭, ৫১; ইবন মাজাহ ৫ : ৪১৬৯, ২৬৯)।

ছয়. গুঢ়রহস্য ও কারণ: বলা হয়, "مَا الْحِكْمَةُ فِيْ ذٰلِكَ؟" এর মধ্যে রহস্য কি? (মুখতার ১ : ৫৪০)। তবে প্রথম উক্তিটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

আল-কুরআনে হিকমতের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার। আল-কুরআনে হিকমত শব্দটি সাতটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(এক) হিকমত অর্থ উপদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ يعني المواعظ التي في القرآن من الآمر و النهي "আর যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৩১)। অর্থাৎ-আল-কুরআনে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত যে উপদেশ রয়েছে।

(দুই) হিকমত অর্থ বুঝ শক্তি ও বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ يعني الفهم والعلم "হে ইয়াহ্ইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম" (সূরাতু মারইয়াম, ১৯ : ১২)। অর্থাৎ-বুঝ শক্তি ও বিশেষ জ্ঞান।

(তিন) হিকমত অর্থ নুবুওয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني النبوة مع الزبور। "আবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম" (সূরাতুন নিসা', ৪ : ৫৪)। অর্থাৎ-যাবূরসহ নুবুওয়াত।

(চার) হিকমত অর্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ "يعني تفسير القرآن، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾। "তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৬৯)। অর্থাৎ-আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

(পাঁচ) হিকমত অর্থ পবিত্র কুরআন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ يعني القرآن ونحوه. "আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে" (সূরাতুন নাহল, ১৬ : ১২৫)। অর্থাৎ-পবিত্র কুরআন ও অন্যান্যের দ্বারা (আদ্-দামগানী ১৪২)।

(ছয়) হিকমত অর্থ 'ইনজিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ " 'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি (সূরাতুয যুখরুফ, ৪৩ : ৬৩)। অর্থাৎ-'ইনজিল নিয়ে এসেছি (মুখতার ১ : ৫৪০)।

(সাত) হিকমত অর্থ সুন্নাতে নববী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ﴾ "যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৩১)। অর্থাৎ-কিতাব ও সুন্নাতে নাবাবী (মুখতার ১ : ৫৪০)।

হিকমত-এর পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় হিকমতের অসংখ্য অর্থ পাওয়া যায়। তবে নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হলো।

ইমাম রাগিব (র.) বলেন, হিকমত হলো, إِصَابَةُ الْحَقِّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ "জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সঠিকতায় পৌঁছে যাওয়া।" আর হিকমত শব্দটি আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত করা হলে এর অর্থ হবে, مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَإِيْجَادُهَا عَلَى غَايَةِ الْإِحْكَامِ، وَمِنَ الْإِنْسَانِ: مَعْرِفَةُ الْمَوْجُوْدَاتِ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ। সমগ্র বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান এবং তাকে সঠিক ভাবে সৃষ্টি করা। মানুষের ক্ষেত্রে হিকমত ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে, বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করা এবং ভালো কাজে তার ব্যবহার করা (রাগিব ২৪৯)। ইবন জাযী বলেন, الحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه। "ঐ কথা যার সঠিকতা সুস্পষ্ট" (ইবন জাযী ১ : ৪৩৮)। আলূসী ও আবূ হায়ান (র.) বলেন, "ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়" (আল-আলূসী ৭ : ৪৮৭; আবূ হায়ান ৬ : ৬১২-৬১৩)।

যামাখশারী (র.) বলেন, হিকমত হলো, বিশুদ্ধ দৃঢ় বাক্য তথা সত্য সুস্পষ্টকারী দলীল যা সন্দেহ দূরীভূত করবে। আলূসী, বায়দাবী ও আবূস সাউদও এ মত অবলম্বন করেছেন (আয-যামাখশারী ২ : ৬৪৪; আল-আলূসী, ৭ : ৪৮৭; আবূস সা'উদ তাবি ৫ : ১৫১)। 'ইসমা'ঈল হক্কী (র.) বলেন, হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয়, যা প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন

করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না (আল-খুলূতী তাবি ৫ : ৯৮)। ইবন 'আতিয়্যাহ্ (র.) বলেন, নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্র দ্বীন ও শরী'আতের দিকে সহজতর বিশুদ্ধ বাক্য শুনাইয়ে দা'ওয়াত দেওয়া যা অন্তরে সুন্দররূপে জায়গা করে নেয় (ইবন 'আতিয়্যাহ্ ৩ : ৪৩২)। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কোমলতা ও নমনীয়তা অবলম্বন এবং কঠোরতা, অমসৃণতা ও রূঢ় ভাষা পরিহার পূর্বক আল্লাহ্র দ্বীন ও শরী'আতের দিকে আহ্বান করা (আল-কুরতুবী ১০ : ২০০)।

এককথায় প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা এবং কাজের সঠিকতা ও দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। নম্রতা, কোমলতা ও নমনীয়তা অবলম্বন এবং কঠোরতা, অমসৃণতা ও রূঢ় ভাষা পরিহার পূর্বক আল্লাহ্র দ্বীন ও শরী'আতের দিকে আহ্বান করা। মূলত হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে।

হিকমত-এর তাৎপর্য

আল-কুরআনে বর্ণিত হিকমত সম্বলিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিকমতের তাৎপর্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ "আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে" (সূরাতুল 'আহযাব, ৩৩ : ৩৪)।

এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কুরআনের জ্ঞান, নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, হালাল-হারাম ইত্যাদি (ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ১ : ৩১৫)। ইবন দুরাইদ (র.) বলেন, হিকমত হলো, আল-কুরআনের আয়াতের জ্ঞান ও এর হুকুম। সুদ্দী (র.) বলেন, হিকমত হলো, নুবুওয়াত। কেউ কেউ বলেন, হিকমত হলো, আল-কুরআনের বাস্তবতা অনুধাবন করা (রাগিব ২৫০)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ "তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৬৯)।

হিকমত এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণের অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ উক্তিগুলো পেশ করা হলো।

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ, কুরআনের তাফসীর, 'আবূ মালিক (র.) বলেন, সুন্নাত। মুজাহিদ (র.) বলেন, মতামতের নির্ভুলতা, জ্ঞান, সুস্থ বুদ্ধি, কুরআন ও লিখনি শক্তি। মালিক (র.) বলেন, ধর্মের বোধশক্তি। 'আবূল 'আলিয়া (র.) বলেন, কিতাব ও বোধশক্তি। 'ইব্রাহিম (র.) বলেন, হিকমত ও বুঝ। যায়দ (র.) বলেন, বুদ্ধি-বিবেক। কেউ বলেন, ধর্মের বোধ। সুদ্দী (র.) বলেন, নুবুওয়াত, 'আবূল 'আলিয়া (র.) বলেন, আল্লাহ্র ভয়। হাদীছে এসেছে, رأس الحكمة مخافة الله আল্লাহ্র ভয়ই প্রকৃত হিকমত (ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, ১ : ৩১৫-৩১৬)। 'ইব্রাহীম, কাতাদাহ্ (র.) বলেন, হিকমত হলো, পবিত্র কুরআন বুঝা। ইবন নাজীহ (র.) বলেন, কথা ও কর্মে সঠিকতায় পৌঁছা। হাসান (র.) বলেন, আল্লাহ্র ধর্মে পরহেযগারী অবলম্বন করা। যায়দ (র.) বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা। শরীক (র.) বলেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান। ইবন কুতায়বা (র.) বলেন, জ্ঞান ও আমলের সমন্বয়। ইবনুল মুকাফ্ফা (র.) বলেন, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিবেক সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাসিম (র.) বলেন, আল্লাহ্র বিষয়ে গবেষণা করা এবং এর অনুসরণ করা। আবূ 'উছমান বলেন, এমন

আলো যার মাধ্যমে আসল বিষয় ও কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। বুনদার (র.) বলেন, সঠিক ভাবে দ্রুত উত্তর দেওয়া। কেউ বলেন, সৎকর্ম ও সত্য কথা। কেউ বলেন, এমন বিষয় যার উপর অন্তর সন্তুষ্ট হয়। কেউ বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। কেউ বলেন, সর্বাবস্থায় সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র। যেহেতু হিকমত শব্দটি أحكام-এর ধাতুগত শব্দ। এর অর্থ, কোনো কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলিসহ পূর্ণ করা। একারণেই আবূ হায়ান বলেন, হিকমত হলো, প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা (আবূ হায়ান ১৪২০, ২ : ৬৮৩-৬৮৪)। ইবন জরীর বলেন, কথা ও কার্মের বিশুদ্ধতা। এটিই বিশুদ্ধ মত (আত-তাবারী ৩ : ৮৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে" (সূরাতুন নাহ্ল, ১৬ : ১২৫)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত হিকমতের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের উক্তি নিম্নরূপ,
ইবন কাছীর ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, অত্র আয়াতে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত বিষয় যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে (ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ১ : ৩১৫; আত-তাবারী ৩ : ৮৭)।

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, أَنَّ الْحِكْمَةَ الْقُرْآنُ হিকমত হলো, পবিত্র কুরআন (আবূ হায়ান, ৬ : ৬১৩)। হিকমত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হলেও মূলত সবগুলো কাছাকাছি অর্থবোধক। তবে আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট মত হলো 'ইমাম তাবারীর মতটি। অর্থাৎ কথা ও কাজে সঠিকতায় পৌঁছাই হলো হিকমত (আত-তাবারী ১৪২০ : ২০০০, ৩ : ৮৭)। তবে মূলত সঠিকতা হলো, যা কিতাব ও সুন্নাত মোতাবেক হবে। সেটি হলো, আল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোষণ করে ইখলাসের সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্র শক্তিশালী দলীল অনুযায়ী কথার বিশুদ্ধ ব্যবহারের নাম হিকমত।

হিকমতের পরিধি ও উপাদান

একজন দা'ঈর জন্য দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হিকমত অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি দায়িত্ব রয়েছে।

১. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমতের অপরিহার্য বিষয়াবলিকে অনুসন্ধান করা।
২. দা'ওয়াতী তৎপরতায় হিকমত বিরোধী বিষয়াবলিকে বের করে নিয়ে আসা। যাতে দা'ওয়াতের বেলায় সেগুলো পরিহার করা সম্ভব হয় এবং বিজ্ঞ দা'ঈ আল্লাহ্ তা'আলার দিকনির্দেশনার বিপরীতে না পড়ে যায়।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছ'টি উপাদান রয়েছে। যেমন-

এক. ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ফিকর করে হিকমত পন্থা অবলম্বন করা।

দুই. সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা।

তিন. সহজতর পথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা।

চার. উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা।

পাঁচ. আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম পরিচালনা করা।

ছয়. ক্রমাগতধারা পদ্ধতি সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে এরপর কম গুরুত্বপূর্ণটি গ্রহণ করবে।

দা'ওয়া ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করার মৌলিক ছ'টি উপাদানের ব্যাখ্যা করলেই দা'ওয়া ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

এক. ভবিষ্যৎ ভালো পরিণতির প্রতি উত্তমরূপে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে হিকমত পন্থা অবলম্বন করা

একজন দা'ঈ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অন্যতম হিকমত হলো, প্রতিটি কর্ম সম্পাদন, ও কথার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণা পূর্বক সামনের দিকে অগ্রসর হবে। দা'ঈ নিজেই দা'ওয়াতী কর্ম সম্পাদনের দূরদর্শীতার পরিচয় দিবে এবং যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না বরং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করবে। আর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কি ফলাফল বের হবে এর উপর তুলনামূলক পর্যালোচনা করবে। এটি এই জন্য যে, যাতে করে ইসলামী দা'ওয়াতের স্বার্থ সংরক্ষণ থাকে ও আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সফলতাও স্থায়ী হয় এবং দা'ওয়াতী কর্ম ও দা'ঈকে যে-কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা যায়। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা'ওয়া কার্যক্রম, দা'ঈ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে এমন বিষয়সমূহ পরিহার করা অপরিহার্য যা দা'ওয়াতী কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে অথবা দা'ওয়াতের মিশনকে সম্পূর্ণ বিফল করে দিতে পারে।

এ পর্যায়ে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি কর্ম ও কথার ভবিষ্যৎ পরিণতির রেয়াত করে কর্ম ও কথা পরিচালনার নিয়মনীতি সম্পর্কে বলেন, ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ "তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে" (সূরাতুল 'আন'আম, ৬ : ১০৮)।

আয়াতের শানে নূযূল: ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতৃব্য আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন মক্কার মুশরিক সর্দাররা আবূ তালিবকে বলল, আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন। আমরা কিছুই বলব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবদের প্রভু হয়ে যাবেন। আবূ জাহাল বলল, বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালিবও রাসূল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ বাক্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, চাচাজান, আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কোন কালিমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল। হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন [১], না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি

নিজেকে যার রাসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 'আয়াত অবতীর্ণ হয় (আত-তাবারী ১২ : ৩৪; আল-কুরতুবী ৭ : ৬১)।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, অত্র 'আয়াতের হুকুম এই উম্মতের উপর সার্বক্ষণিক বহাল রয়েছে। যখনই কাফিরদের পক্ষ থেকে এই আশংকা থাকবে যে, তারা ইসলাম অথবা নবী করীম ﷺ কিংবা আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দ ও গালিগালাজ করবে, তখন কোন মুসলমানদের জন্য তাদের ক্রুশ বা তাদের ধর্ম কিংবা তাদের গীর্জাকে উদ্দেশ্য করে গালি দেওয়া বৈধ নয়। আর তাদের ব্যাপারে এমন কোন কাজও করা যাবে না যা তাদেরকে এই অপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে (আল-কুরতুবী, ৭ : ৬১)। 'আবূ হায়ান বলেন, আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে ﴿لَا تَسُبُّوا﴾ বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তাঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে-কিরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান (আবূ হায়ান ৬ : ৬১০-৬১১)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবনীতে ভবিষ্যত পরিণতি ও ফলাফলের উপর উত্তমরূপে চিন্তা-গবেষণা করে কাজ করার অসংখ্য উদাহরণ ও উপমা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথম. মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদেরকে কাফিররা কষ্ট দেওয়ার মুকাবেলায় বস্তুগত শক্তি ব্যবহার নিষেধ করলেন এবং কাফিরদের সম্মুখে সরাসরি তলোয়ার ব্যবহারের অনুমতি কাউকে প্রদান করেননি। অথচ মুসলমানদের মধ্যে 'উমর (রা.) এবং হামযা (রা.) এর মত বীর পুরুষও বিদ্যমান ছিলেন। কাফিরদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি কাউকে যুদ্ধ করার অনুমিত প্রদান করেননি। মুশরিকরা মুসলমান এবং তাদের সহযোগীদেরকে শি'আবে আবী তালিবে তিন বছর অবরুদ্ধকরে রেখে ছিল। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অবরুদ্ধদের অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। গাছের পাতা এবং চামড়া খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। ক্ষুধার কষ্ট এতো মারাত্মক ছিলো যে, নারী ও শিশুদের কাতর কান্নার শব্দ শি'আবে আবী তালিবের বাইরে থেকে শোনা যায় (আল-মুবারকপুরী ১১৩-১১৩)। যদি মুসলমানরা প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ ও প্রতিশোধ এবং কঠোরতার পথে চলতো তাহলে তাদেরকে মুশরিকরা সমূলে বিনাশ করে দিত। পাশাপাশি এর পরিণতিতে দা'ওয়াত ও মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কৌশলগত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ধারা। ভালো-মন্দের তুলনামূলক প্রাধান্য এবং বড় ক্ষতি থেকে উত্তরণের নিমিত্তে সহজতর ক্ষতিকে মেনে নেওয়া। এটিই হলো, ফকীহ্দের নীতি যার উপর দা'ঈদের প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়. ভবিষ্যত পরিণতি ও ফলাফলের উপর উত্তমরূপে চিন্তা-গবেষণার আর একটি উদাহরণ হলো, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-কে বললেন, তুমি কি জান না! তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিলেন তখন ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক কা'বা ঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সংকুচিত করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি একে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন, যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২ : ১৫০৬/৫৭৩; আল-কুশায়রী, ২ : ১৩৩৩/৯৬৯)।

তৃতীয়. ভবিষ্যত পরিণতির উপর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার উদাহরণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালূলের বিভিন্ন মুনাফিকী কার্যকলাপের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন। সে মুসলিম

সমাজে বিভিন্ন মিথ্যা ষড়যন্ত্র করতো এবং ফিতনা ছড়িয়ে দিতো। কিন্তু সে ছিল তার সম্প্রদায়ের নেতা। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যা করতেন, তাহলে তার পক্ষ হয়ে অনেক লোক উত্তেজিত হয়ে আসতো। হতে পারে এরই কারণে মদীনা শরীফে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যেতো। ইবন উবাই ইবন সালূল-এর সাথে আচরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুদূরপ্রাসারী চিন্তাধারার ফলাফল এই ঘটল যে, এর পর ইবন উবাই যখনই কোন ষড়যন্ত্র করতো, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাকে ভর্ৎসনা করতো, তিরস্কার করতো এবং কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করতো। তার ব্যাপারে তার নিজ সম্প্রদায়ের এই অবস্থানের খবর যখন নবী করীম ﷺ জানতে পারলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'উমর (রা.)-কে বললেন, হে 'উমর! তুমি এখন বুঝতে পারছো? আল্লাহ্র শপথ! তুমি যেদিন তাকে হত্যা করতে বলছিলে, আমি যদি হত্যা করতাম তাহলে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হতো। তবে আজকে তুমি যদি হত্যা করতে বলতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করতাম। তখন 'উমর (রা.) বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, আমার নির্দেশের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ অধিক বরকতময় ছিল (ইবন হিশাম ২ : ২৯৩)। তদুপরি ইবন উবাইকে হত্যা না করার আর একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল, যা তিনি ﷺ নিজেই সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, «لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» "যাতে জনগণ এ কথার বুলি না উড়ায় যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে" (আল-বুখারী *আস-সহীহ* ৩ : ৩৩৩০/১২৯৬)।

দুই. সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া এবং আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা'ঈ যাদেরকে আহ্বান করবে তাদের নিকট প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবে ও ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবে। এমন কোন কথা বা কাজ করবে না যার কারণে দা'ঈ তাদের নিকট অপ্রিয় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে বলে দিতেন, «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» "তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা পরিহার করবে" (আল-কুশায়রী ৩ : ১৭৩২/১৩৫৮)।

শুভ সংবাদ দেওয়ার দুটি পদ্ধতি রয়েছে

(ক). মিষ্টি ভাষায় কথা বলা এবং নম্র পদ্ধতি অবলম্বন করা

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে নম্রতা অবলম্বন করা পারস্পরিক সেতু বন্ধনের ন্যায়। এরকম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশও ছিল যখন হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে অবাধ্য ফিরাউনের নিকট পাঠালেন, ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ "তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে" (সূরাতু তোয়াহা, ২০ : ৪৩-৪৪)। ইবন কাছীর (র.) বলেন, "এই আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ফিরাউন হচ্ছে চরম অহংকারী ও আত্মম্ভরী। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) হলেন অত্যন্ত ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁকে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে নবী ﷺ! তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) আহ্বান কর এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বুঝাতে থাকো" (সূরাতুন নাহ্ল, ১৬ : ২৫). (ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ৩ : ১৫৯)।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে যখন মূসা (আ.)-কে ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল, তখন অন্যান্যদের সাথেও উচিত সৎ কাজের আদেশ ও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁরই অনুরসণ করা,

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ "তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলবে" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ৮৩). (আল-কুরতুবী ১১ : ২০০)। মুফতী শফী (র.) বলেন, "এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে" (শফী ৬ : ১০৬)।

(খ). হাদিয়া ও উপহার দিয়ে মানুষের অন্তর জয় করা

বলা হয়, হাদিয়া হলো, ভালোবাসার দূত এবং প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। এরই মাধ্যমে অন্তরের হিংসা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়। যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «تَهَادُوا تَحَابُّوا» "তোমরা হাদিয়া প্রদান কর এবং পরস্পর মুহাব্বত কর" (আল-বুখারী *আল-'আদাবুল মুফরাদ* ১ : ৫৯৪/২০৮)। নবী করীম ﷺ হুনায়ন যুদ্ধে সাফওয়ান ইবন উয়াইনাহ্ (রা.)-কে একশত উট প্রদান করলেন, অতঃপর একশত উট প্রদান করলেন, অতঃপর একশত উট প্রদান করলেন। সাফওয়ান বললেন, «وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» "আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আমাকে অনেক অনেক দান করার কারণে তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন" (আল-কুশায়রী ৪ : ২৩১৩/১৮০৬)।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আতঙ্কিতকরণ পরিহার করা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ না ছড়ানো- এটি চারভাবে হতে পারে,

(ক). মানুষের সাথে সরাসরি এমন বিষয়ে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যা তারা অপছন্দ করবে

যেমন সরাসরি তাদের ভুল ধরে দেওয়া বা তাদের পাপের কথা প্রকাশ করা অথবা জনসমাবেশে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন ত্রুটি বা পাপ থেকে বারণ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বলতেন না। বরং তিনি বলতেন, "তোমাদের কি হয়েছে! তোমাদের কেউ যখন তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে কেন? তোমাদের কেউ কি এটি পছন্দ করবে যে, তার মুখোমুখি হয়ে তার সামনে থুথু করবে? যখন তোমাদের কেউ থুথু করবে, তখন তার বাম পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে। যদি তা না কর তাহলে এভাবে করবে, নিজের কোন কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে অতঃপর এক অংশের সাথে অন্য অংশ মুড়িয়ে নিবে" (আল-কুশায়রী ১ : ৫৫০/৩৮৯)।

(খ). দা'ওয়াত কবুলকারীদের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটির উপর ধৈর্যধারণ করা

প্রত্যেক কাজের তিরস্কার ও হিসাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। যেহেতু প্রতিটি কর্মে হিসাব চাওয়া বিরক্তিকর। কেননা মানুষ বেশি বেশি ভুল করা সত্ত্বেও স্বভাবগত ভাবে হিসাব নেওয়াকে অপছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনগণের অনেক কষ্ট সহ্য করতেন। তাদের মধ্যে অপছন্দনীয় অনেক বিষয় দেখতে পেতেন, তবে তিনি তা উপেক্ষা করতেন এবং হিসাবও নিতেন না। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী করীম ﷺ বেশী লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম" (আল-বুখারী *আস-সহীহ* ৫ : ২৩২০/১৮০৯)। যদি কোন সময় তিরস্কার করতে বাধ্য হতেন তাও অতি নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে করতেন। যেমন 'আনস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গালিগালাজকারী, অশালীন ও অভিশাপদাতা ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর নারায

হলে, কেবল এতটুকু বলতেন, তার কি হলো! তার কপাল ধুলাময় হোক" (আল-বুখারী *আস-সহীহ* ৫ : ৫৬৮৪/২২৪৩)।

(গ). এমন বিষয়ও পরিহার করা যা মানুষকে ফিতনায় নিমজ্জিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তা বৈধ হয়।

অর্থাৎ হিকমত হলো, এমন বিষয়ও পরিহার করা দা'ওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে ফিতনা ছড়িয়ে দিবে। ফলে তারা দা'ঈর পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল দা'ঈর পক্ষ অবলম্বন করবে আর একদল বিরুদ্ধে লেগে যাবে। ফলে দা'ওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরস্পর সম্পর্কে ভাটা পড়ে যাবে। এ কারণে 'আলী (রা.) বলেন, **حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ** "মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক? (আল-বুখারী *আস-সহীহ* **১ : ১২৭/১৫৯**)। 'আব্দুল্লাহ্ 'ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, **"مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً"** "তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট এমন হাদীছ বর্ণনা করবে না যা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ধারণক্ষমতার বাইরে। ফলে এ বক্তব্যের কারণে তাদের অনেকের ফিৎনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে" (আল-কুশায়রী তাবি **১ : ৫/১১**)।

(ঘ). দা'ঈ সন্দেহমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা

যাতে শত্রুরা এটিকে দা'ঈ থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত পথ বন্ধ করা যার মাধ্যমে দা'ঈ বা দা'ওয়াতের ব্যাপারে অভিযোগ সৃষ্টি করতে পারে ভুল ব্যাখ্যা এবং সন্দেহমূলক ফিতনা প্রসারের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবনে সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। 'আলী ইবনুল হুসায়ন (রা.) বলেন, আমাকে সাফিয়্যা (রা.) বর্ণনা করে বলেন, একবার তিনি রামাদানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। তিনি তাঁর সংগে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী করীম ﷺ তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালমা (রা.)-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নবী ﷺ বললেন, তোমরা দু'জন থাম!। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনত হুয়ায়। এতে তাঁরা দু'জনে 'সুবহানাল্লাহ্ ইয়া রাসূলুল্লাহ্' বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, শয়তান মানুষের রক্ত শিরায় চলাচল করে। আমি আশংকা করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে (আল-বুখারী *আস-সহীহ* ২ : ১৯৩০/৭১৫)। ইবন হাজার (র.) বলেন, অত্র হাদীছে খারাপ ধারণা পোষণ করার অবকাশ স্থান পরিহার করা এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবন দাকীকিল 'ঈদ (র.) বলেন, 'উলামায়ে কিরাম এবং অনুসরণকৃত দা'ঈদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী বিষয় যে, তারা এমন কোন কর্ম সম্পাদন করবে না যাতে তাদের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে (ইবন হাজার ৪ : ৩৮০)।

তিন. সহজপথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সহজপথ অবলম্বন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «**يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا**» "তোমরা লোকদের জন্যে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা

পরিহার করবে" (আল-কুশায়রী ৩ : ১৭৩২/১৩৫৮)। ইমাম নাবাবী (র.) বলেন, যদি কেবলমাত্র "সহজ পন্থা অবলম্বন করবে" বলা হতো, তাহলে কোন সময় সহজ পন্থা অবলম্বন করলে এবং অধিকাংশ সময় কঠোরতা অবলম্বন করলে হাদীছের উপর আমল হয়ে যেতো। যখন "কঠিন পন্থা পরিহার করবে" বলা হয়েছে, তখন সর্বাবস্থায় কঠিন পন্থা পরিহার করতে হবে। এটি মূলত উদ্দেশ্য (আন-নববী ১২ : ৪১)।

সহজ পন্থা অবলম্বন ধর্মের মূলনীতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এরই প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ১৮৫)। আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল।" তিনি আরও বলেন, «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» "নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হলো, যা সহজ সরল" (আশ-শায়বানী ২৫ : ১৫৯৩৬/২৮৪)।

চার. উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপকরণ ও উপাদান এবং মাধ্যম অবলম্বন করা। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, উপকরণ গ্রহণ করা ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য লিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং নিরাপদ ফলাফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ প্লান তৈরি করা। মূলত প্রত্যেক কাজের শুরুতে উপরকণ গ্রহণ করা 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশ। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, "প্রত্যেক উপকরণ যা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই 'ইবাদত" (ইবন তায়মিয়া ২০)।

আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যাতে উপকরণ গ্রহণের দিকনির্দেশনা রয়েছে এবং উপকরণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর বড় দলীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর" (সূরাতুল 'আনফাল, ৮ : ৬০)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনে উপকরণ গ্রহণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ও আনুগত্য পালন করার জন্যে এবং মানুষকে তাদের দ্বীন বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, উপকরণ গ্রহণ করা তাকদীরে উপর বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হিজরতের সময় মজবুত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনার আশপাশে তিনি পরীখা খনন করেছিলেন। সাফা পাহাড়ের পার্শ্বে দারুল আরকামে তিনি ﷺ গোপনে তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন। এভাবে অসংখ্য ঘটনা যা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি ﷺ উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তিনি তাকদীরের উপর সবারচেয়ে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সাহাবীরাও তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। অথচ তারা আল্লাহ্র কাযা ও কদরের উপর পূর্ণবিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করতেন। এটাকে তারা দ্বন্দ্ব মনে করতেন না। যেহেতু তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলতে শুনেছেন, «أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» "আমি আমার উটকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করি? তিনি ﷺ বললেন, তুমি তোমার উটকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর" (ইবন হিব্বান ২ : ৭৩১/৫১০; আল-বায়হাকী *শু'আবুল 'ঈমান* ১৪২৩, ২ : ১১৫৯/৪২৭)। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন করা আল-কুরআনে বর্ণিত হিকমতের অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ. আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম পরিচালনা করা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, আমন্ত্রিতদের সার্বিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রেয়াতপূর্বক দা'ওয়াত দেওয়া। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিতদের অবস্থার রেয়াত করার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণগুলো উল্লেখ করা হল।

(ক). দা'ঈ আমন্ত্রিতদের বাস্তব চলমান অবস্থা এবং তাদের জীবনধারণ প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্ত জরুরী।

দা'ঈ যাদের আহ্বান করবেন, তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতির গতিবিধি এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দা'ঈ তাঁর দা'ওয়াতী পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য আহ্বানকৃতদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভ্রষ্টতার মূলকেন্দ্রবিন্দু, সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা ও অধ্যায়ন করা একান্ত জরুরী। যেহেতু মূর্তিপূজারী মুশরিকদের পরিবেশে দা'ওয়াতের পদ্ধতি এক রকম এবং আহলি কিতাব অথবা পাপিষ্ট মুসলমানদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন রকম। যেমনিভাবে শ্রমিক বা ক্ষেত-খামারীদের দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষিত ও সাহিত্যিক এবং ছাত্রদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। সুতরাং একজন দা'ঈ যেন একজন চিকিৎসক স্বরূপ যিনি সমাজের রোগের চিকিৎসা করবেন।

(খ). দা'ঈ আমন্ত্রিতদের মধ্যকার যোগ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে অবিহত থাকা একান্ত জরুরী।

যাতে আহ্বানকৃতদের অবস্থান ও বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা অবলম্বন করে দা'ওয়াত দেওয়া সম্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেছে। তিনি ﷺ যখন ইসলামের দা'ওয়াতনামা পাঠালেন নাজরানের পাদ্রী ও ধর্মযাজকের নিকট সেখানে তিনি খ্রিস্টানদের বৈশিষ্ট্যের রেয়াত করেছেন এবং তিনি যে একজন ধর্মীয় ব্যক্তি তাও উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চিঠির মধ্যে ছিল, "ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়া'কূব-এর প্রভুর নামে আরম্ভ। নবী রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে নাজরানের পাদ্রী বরাবর। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। কেননা নিশ্চয় আমি আপনারই নিকট 'ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়া'কূব-এর প্রভুর প্রশংসা করছি। অতঃপর নিশ্চয় আমি আপনাদেরকে মানবের উপাসনা থেকে আল্লাহ্র উপাসনার দিকে আহ্বান করছি এবং বান্দাদের অধীনস্থতা থেকে আল্লাহ্র অধীনস্থের দিকে আহ্বান করছি। যদি আপনারা দা'ওয়াত অগ্রাহ্য করেন, তাহলে কর আদায় করতে হবে। আর যদি কর আদায় না কর, তাহলে আমি আপনাদের রিরুদ্ধে যুদ্ধ আহ্বান করবো। আস-সালাম" (ইবন কাছীর *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ্* ৪ : ১০১)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- আদী ইবনু হামিতকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান করলে, "আদী বললেন, আমি তো আগে থেকে একটি ধর্মমত পোষণ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম (আশ্চর্য হয়ে) আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাকূসীয়াহ্ ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক নয়? তুমি কি তোমার গোত্রের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ ভোগ করো না? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এটা কিন্তু তোমার ধর্মে অবৈধ। 'আদী (রা.) বললেন, এটা বলার সাথে সাথে আমি বিনীত হয়ে গেলাম" (*আশ-শায়বানী*, ৩০ : ১৮২৬০/১৯৬-১৯৭; ইবন কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, ২ : ৩১৫)। অত্র ঘটনা প্রমাণ বহন করে যে, নবী করীম ﷺ আহ্বানকৃতদের আকীদা-বিশ্বাস এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আদীর সামনে তার ধর্মের অসারতা প্রকাশ করে দিলেন এবং তার বিধানগত বিশ্বাসের ভুলত্রুটি ধরে দিলেন, তখন তা তাকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করলেন।

(গ). দা'ঈ যেই পরিবেশে দা'ওয়াতের মেহনত করবে, সেই পরিবেশের সমস্যা ও ব্যাধিসমূহের সুচিকিৎসা করা এবং সেই সমাজে বিরাজমান বিদ্'আত এবং কুসংস্কারগুলোর বিজ্ঞতার সাথে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী।

যদি সেই পরিবেশে ইসলামের কোন নিদর্শনকে অবহেলা করা হয় কিংবা সামাজিক বা চারিত্রিকগত কোন সমস্যা বিরাজমান থাকে, তাহলে একজন দা'ঈর উচিত তাওহীদ তথা একত্ববাদের দা'ওয়াতের উপর গুরুত্ব দেওয়ার পর বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এভাবে সমস্ত রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন অতঃপর তাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত রোগ ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমনি করে হযরত শু'আয়ব (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি মেহনত চালিয়েছেন। আর হযরত লূত (আ.) সমাজে প্রচলিত অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্যাপারটা যখন এই রকম, তখন এটি বিজ্ঞতা ও হিকমতের পরিচয় হবে না যে, দা'ঈ তাঁর দা'ওয়াতের পরিবেশে এমন বিদ্'আত নিয়ে বিশদ বর্ণনা দিবে, যেই বিদ্'আত সেই সমাজে প্রচলিত নেই বা থাকলেও খুবই নগন্য। বরং এটি অবুঝ ও মূর্খতার পরিচয় হবে।

(ঘ). দা'ঈর উচিত আহ্বানকৃতদের সাথে কথোপকথন ও লেনদেনে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা

প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় পূর্বক তাদের চাহিদাগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করা ক্রমধারা অবলম্বন করার মাধ্যমে। তবে তাদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মৌলিক বিষয় ও ফরযগুলোর কোনপ্রকার ত্রুটি করা যাবে না এবং যাতে শার'ঈ নিষেধের আওতায় না পড়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্বানকৃতদের সাথে কথোপকথন ও লেনদেনে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ্, (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করার সময় বললেন, তাকে যেন সাদাকা ও জিহাদ থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বললেন, " لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ ". قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُبَايِعُكَ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ. "সাদাকা ও জিহাদ না হলে তাহলে কিসে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। তখন সে বলল, আমি আপনার হাতে বায়'আত হতে চায়। আপনি আমাকে সবগুলোর উপর বায়'আত করুন" (আল-বায়হাকী *আস-সুনানুল কুবরা* ৯ : ১৭৭৯৬/৩৫; আল-হাকিম ২ : ২৪২১/৮৯; আশ-শায়বানী ৩৬ : ২১৯৫২/২৮৪)।

ছাকীফ প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল, তখন তারা আবেদন করে একটি শর্ত আরোপ করল, তারা সাদাকা ও জিহাদ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এ দাবী মেনে নিলেন। অতঃপর একটু পরে তাঁর অবস্থান থেকে সরে এসে বললেন, "سيتصدّقون ويُجاهدون إذا أسلَموا "অচিরেই তারা সাদাকাহ করবেন এবং জিহাদও করবেন যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন" (আবূ দাঊদ ৪ : ৩০২৫/৬৩৭)। খাত্তাবী বলেন, সমাধানে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদাকা না করা ও জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমিত দিয়েছেন, যেহেতু উভয়টি তাৎক্ষণিত অপরিহার্য বিষয় নয়; কারণ সাদাকা ওয়াজীব হয় এক বছর পরিপূর্ণ হওয়ার পর এবং জিহাদ ফরয হয় শত্রু উপস্থিত হলে (আস-সাহারানফুরী তাবি, ১৩ : ৩৬১)। নবী করীম ﷺ তাদের সাথে বিধানের ব্যাপারে ক্রমধারার পন্থা অবলম্বন করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারামে লিপ্ত হওয়ার দিকে ধাবিত না করে।

কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকে নামায ত্যাগ করতে অথবা তাদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে বিলম্ব করতে অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত বা সুদ খাওয়া কিংবা মদ পানের অনুমতি প্রদান করেননি; কেননা এগুলো ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। যেখানে বিলম্বের অবকাশ নেই। তবে যখন তারা নিজেরা নিজেদের হাত দিয়ে মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে না ফেলার অনুমতি চেয়েছেন, নবী করীম ﷺ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এতে বিড়ম্বনা রয়েছে, বরং তিনি বলেছেন, আমি আমার সাহাবাদের নির্দেশ দিব যেন তারা মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে (আল-হুমায়দী তাবি ৮ : ১৪৮-১৫০)।

ছয়. ক্রমাগতধারা পদ্ধতি সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে এরপর কম গুরুত্বপূর্ণটি গ্রহণ করবে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন হলো, ক্রমাগতধারা সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে এরপর কমগুরুত্বপূর্ণটি গ্রহণ করবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো, ক্রমাগতধারা সুন্দররূপে বাস্তবায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করবে এবং কমগুরুত্বপূর্ণটি এরপর গ্রহণ করবে। এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, দা'ওয়াতের স্বার্থ সবগুলো একই পর্যায়ের নয়। বরং কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু কমগুরুত্বপূর্ণ। শরী'আতের বিধানাবলিও একই স্তরের নয়। সুতরাং এখানে হিকমত হলো, দা'ঈ অপরিহার্য বিষয়গুলোর ক্রমধারা নির্ধারণ করবে। বেশি গুরুত্বপূর্ণগুলো কমগুরুত্বপূর্ণের উপর প্রাধান্য দিবে। আর নিষেধসমূহ যা তিনি প্রতিরোধ করবে এগুলোরও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। ফলে বড় বিষয়গুলোকে ছোট বিষয়সমূহের উপর প্রাধান্য দিবে এবং বেশি তাৎপর্য বিষয়ের পিছনে বেশি সময় ও শ্রম দিবে। উদাহরণ স্বরূপ:

(ক). শাখা-প্রশাখার উপর মূল বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া। যেমন, প্রথমে তাওহীদ তথা একত্ববাদের দা'ওয়াত দিয়ে শুরু করবে। মানুষের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করার চেষ্টা করবে এবং ঈমানের পরিপূরক বিষয়সমূহের সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিবে এবং ঈমানের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি চরিত্রসমূহের বিশদ বর্ণনা দিবে। যেমন নবীগণ সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর তাদেরকে যে সমস্ত অপরিহার্য বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সমস্ত মন্দকর্মসমূহের নিষেধ করেছেন সবগুলোকে তাওহীদের পরিপূরক হিসেবে চিহ্নিত করে তাওহীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে জড়িয়ে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম শাখা-প্রশাখার উপর মূল বিষয় দিয়ে শুরু করার দলীল হিসেবে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান ও আকাইদ সংশ্লিষ্ট বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর বিধানাবলির আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত 'আয়িশা (রা.) বলেন, « إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لاَ تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَزْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا» "মুফাসসাল সূরাসমূহের মাঝে প্রথমত ঐ সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। যদি সূচনাতেই এ আয়াত নাযিল হত যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতেই নাযিল হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করব না" (আল-বুখারী *আস-সহীহ* ৪ : ৪৭০৭/১৯১০)। ইবন হাজার (র.) বলেন, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ হিকমতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাওহীদের প্রতি আহ্বান করে, মু'মিন ও আনুগত্যকারীর জন্য জান্নাতের শুভসংবাদ এবং কাফির ও অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের সংবাদ

দেওয়া হয়েছে। যখন মানবাত্মাসমূহ তাওহীদের উপর বদ্ধমূল হয়েছে, তখনই বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু মানবাত্মা স্বভাবগত প্রিয় বস্তু সহজে ত্যাগ করতে চায় না (ইবন হাজার, ৯ : ৪)। এই হাদীছটি শাখা-প্রশাখার উপর মৌলিক বিষয়সমূহ দিয়ে শুরু করার সর্বোৎকৃষ্ট দলীল।

(খ). প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে গুরুত্ব দেওয়া:

একজন দাঈ তাদের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি পরিশ্রম ও সময় দেবে। কেননা তারা দা'ওয়াতী কর্মে লিপ্ত হলে অধিক ফলপ্রসূ হবে অন্যদের তুলনায়। যেহেতু তারা তাদের দা'ওয়াতের খেদমতে তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং সাধ্যসাধনা ব্যয় করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যান্যদের তুলনায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট দা'ওয়াত দেওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তবে এটি আল্লাহ্ তা'আলার 'আয়াতের বিপরীত নয়, "তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।" এই আয়াতের অর্থ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধনী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়ার সাথে বিপরীত নয় বরং বিপরীত হতো যদি তিনি দুর্বল ও অসহায়দের অবহেলা করতেন বা শিক্ষা-দিক্ষায় তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই তাঁর প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্ তা'আলা! আপনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা আবূ জাহল ইবন হিশাম-এর মাধ্যমে ইসলামকে প্রবল শক্তিশালী করো। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের দু'আকে হযরত 'উমারের ব্যাপারে কবুল করলেন। তাঁরই মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হল এবং মূর্তি উৎখাত হলো" (আত্-তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* ১০ : ১০৩১৪/১৫৯)।

যোগ্যতা সম্পন্ন ও মার্যাদাবান ব্যক্তি বলতে বুঝায়, সমাজে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, প্রচার বা যোগাযোগ মাধ্যমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রমুখগণ। যেহেতু তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের অধিনস্থ সাধারণ লোকদের আর দা'ওয়াত দিতে হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। ধনীও নয়, বড় শক্তিশালীও নয়, উচ্চ পদমর্যাদাবান ব্যক্তিও নয়। তারপরেও দা'ঈদের উচিত যোগ্যতা সম্পন্ন ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের গুরুত্ব প্রদান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺও এটি করেছেন এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটিই হলো হিকমত। একারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বড় বড় নেতা ও বাদশাহদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াতনামা লিখতে বেশি আসক্তি ছিলেন, তাদের ঈমান ও ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। যেহেতু তাদের একজন ঈমান গ্রহণ করাটাই তাদের অধিনস্থ প্রজাদের ঈমান আনার মাধ্যম এবং সেই জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক শক্তি ইসলামী দা'ওয়ার খিদমতে ব্যবহার হওয়ার বড় উপকরণ।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হিকমত অবলম্বনপূর্বক দা'ওয়াতী কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্র মধ্যে দা'ওয়াতের বৈজ্ঞানিক অনেক মূলনীতি রয়েছে। যা একজন দা'ঈর জন্য অতীব জরুরী। বর্তমান যুগে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কি কি হিকমত রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বশেষ করে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত পন্থা অবলম্বনে দা'ওয়াতীকার্যক্রমে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী হয়। উপরে বর্ণিত হিকমতের ছ'টি উপাদান ছাড়াও আরও অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। যা আহ্বানকারী নিজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী পবিত্র

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আওতায় তাৎক্ষণিতভাবে অবলম্বন করতে পারবে। যাতে উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং কোন ধরণের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। সুতরাং একজন দাঈকে অবশ্যই হিকমতের প্রায়োগিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা থাকা থাকতে হবে। তবে দাঈকে উৎসাহ ও ভীতি পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক নম্রতা ও কোমলতা পন্থা গ্রহণ করা উচিত।

টিকা:

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশব কালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিককা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরায়েশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালিগালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহ্‌কে গালিগালাজ করবো (শফী ৩/৩৯৩।)

তথ্যসূত্র

আল-আলূসী, মাহ্‌মূদ। *রূহুল মা'আনী*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৫ হি।

আল-ইসামী, আব্দুল মালিক। *সিমতুন নুজূম আওয়ালী ফী আন্‌বায়িল আওয়াইলি ওয়াত তাওয়ালী*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৯ হি।

আল-কুরতুবী, মুহাম্মদঅ *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*। দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং ১৩৮৪ হি।

আল-কুশায়রী, মুসলিম। *আস-সহীহ।* দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।

আল-কুফুবী, আইয়ুব ইবন মূসা। *আল-কুল্লিয়াত*। মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, তাবি, পৃ. ৩৮২।

আল-খুলূতী, 'ইসমা'ঈল।, *রূহুল বায়ান*, দারুল ফিকর, তাবি।

আল-বায়হাকী, আহমদ। *শু'আবুল ঈমান*। মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪২৩ হি।

আল-বায়হাকী, আহমদ। *আস-সুনানুল কুবরা*। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সং, ১৪২৪ হি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ।, *আস-সহীহ*। দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ। *আল-আদাবুল মুফরাদ*। দারুল বাশাইর, ৩য় সং, ১৪০৯।

আবূস সা'উদ, মুহাম্মদ। *ইরশাদুল 'আকলুস সালীম*, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।

আবূ হায়ান, মুহাম্মদ। *আল-বাহরুল মুহীত*। দারুল ফিকর, ১৪২০ হি।

আবূ দাঊদ, সুলায়মান। *আস-সুনান*। দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি।

আদ্-দামগানী, আল-হুসায়ন। *কামূসুল কুরআন*। দারুল 'ইলম লিল-মালা'ঈন, ২য় সং, ১৯৭৭ খ্রি।

আত-তাবারী, মুহাম্মদ। *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*। মু'আস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২০ হি।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ। *আস-সুনান*। মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি।

আত্-তাবারানী, সুলায়মান। *আল-মু'জামুল কাবীর*। আল-মোসাল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সং, ১৪০৪ হি।

আন-নাসা'ঈ, আহমদ।, *আস-সুনানুস সুগ্‌রা*, মাকতাবাতুল মাতবূ'আতুল 'ইসলামিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৪০৬ হি।

আন-নববী। *শারহুন নববী 'আলা সহীহি মুসলিম*। দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ২য় সং, ১৩৯২ হি।

আল-ফায়রূয আবাদী, মুহাম্মদ। *আল-কামূসুল মুহীত*। মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ৮ম সং, ১৪২৬হি।

আল-মুবারকপুরী, সাফিউর রহমান। *আর-রহীকুল মাখতূম*। মুয়াস্সাসাতু উলিন নুহা, ১৪২২ হি।

আয-যামাখশারী। *আল-কাশ্‌শাফ*। দারুল কিতাবিল আরবী, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।

আশ-শায়বানী, 'আহমদ। *আল-মুসনাদ*। মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১ হি।

আস-সাহারানফুরী, খলীল আহমদ। *বজলুল মাজহুদ*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তাবি।

আল-হাকিম, মুহাম্মদ। *আল-মুস্তাদরাক।* দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১১ হি।

আল-হুমায়দী। আব্দুল আজীজ। *আত-তারীখুল ইসলামী*, তাবি।

ইবন 'আতিয়্যাহ্, মুহাম্মদ 'আব্দুল হক। *আল-মুহাররিরুল ওয়াজীয*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪২২ হি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল। *তাফ্‌সীরুল কুরআনিল 'আজীম*। আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।

ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল। *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ্*। দারুল মা'রিফা, ১৩৯৫ হি।

ইবন জাযী, মুহাম্মদ, *আত-তাসহীল লি'উলূমিত তানযীল*। শারিকাতু দারিল আরকাম, ১ম সং, ১৪১৬ হি।

ইবন তায়মিয়া, আহমদ।, *আল-'উবূদিয়্যাহ্*। আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৭ম সং, ১৪২৬ হি।

ইবন দারীদ, মুহাম্মদ। *জামহারাতুল লুগাহ্*। দারুল 'ইলম লিল মালা'ঈন, ১ম সং, ১৯৮৭।

ইবন মানযূর। মুহাম্মদ। *লিসানুল 'আরব।* দারু সাদির, ৩য় সং, ১৪১৪ হি।

ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ।, *আস-সুনান।* দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি।

ইবন হাজার, 'আহমদ। *ফাতহুল বারী*। দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি।

ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ। *সহীহু ইবন হিব্বান*। মু'আসসাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪১৪ হি।

ইবন হিশাম, আব্দুল মালিক। *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*। শারিকাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সং, ১৩৭৫ হি।

মুখতার, ড. আহমদ। *মু'জামুল লুগাতিল 'আরবিয়্যাহ্ আল-মু'আসিরাহ্*। দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৯ হি।

রাগিব, আল্-হুসায়ন। *আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন।* দারুল কলম, ১ম সং, ১৪১২।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ। *মা'আরিফুল কুরআন*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৩ খ্রি।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ। *মা'আরিফুল কুরআন*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৬ষ্ঠ সং, ২০০৬ খ্রি।

হাসান, ড. হাসান ইব্রাহীম। *তারীখুল ইসলাম*। দারুল জায়ল, ১৪ সং, ১৪১৬ হি।